GANGADHARPUR MAHAVIDYAMANDIR
INTERNAL QUESTION-ANSWER
SEM-3, SUB-EDUCATION (HONOURS)
EDUCATIONAL ORGANISATION, MANAGEMENT AND PLANNING
COURSE- CC6

- **ব্যবস্হাপনার সংজ্ঞা দাও**

ইংরেজি Management শব্দটি ইতালীয় শব্দ Maneggiare শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। যার অর্থ "To train up the horse"- ঘোড়াকে পরিচালনা করা। আবার অনেকের মতে এটি ফরাসি শব্দ "Manager I Manage" শব্দদ্বয় থেকে উৎপত্তি হচ্ছে। যার অর্থ যথাক্রমে পরিচালনা করা (To direct the household) ও প্রদর্শন কাজ (An act of guiding or leading)। সাধারণভাবে বলতে গেলে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যদের দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশলকে ব্যবস্থাপনা বলে। ব্যবস্থাপনার ধারণাটি উদ্ভব হয়েছে ব্যবসায়ী সমাজের ব্যবসা পরিচালনা পদ্ধতি থেকে। নিউম্যানের মতে, "ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি কার্যক্রম যা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে"। ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বা কৌশল যাতে সকল ধরনের জনবল ও উপকরণ সম্মিলিতভাবে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ব্যবস্থাপনা বলতে মানব সম্পদ, তথ্য-প্রযুক্তি ভান্ডার ও প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণকেও বোঝানো হয়ে থাকে। লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা, সংগঠণ, কর্মচারী নিয়োগ, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলীর প্রয়োগ সম্ভাব্য সবচেয়ে দক্ষ উপায়ে করাকে ব্যবস্থাপনা বলে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য একটি ব্যবসার কার্যাবলীর সংগঠণ এবং সমন্বয়সাধনকে ব্যবস্থাপনা বলা হয়। ব্যবস্থাপনার 6টি M -এর সমন্বয়ে গঠিত। M গুলি হল- : Men, Machine, Money, Material, Market, Method.

- **ব্যবস্হাপনার দুটি প্রকৃতি লেখ।**

ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ব্যবস্থাপনা হচ্ছে অন্য লোকদের সামর্থকে কাজে লাগিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেয়ার দক্ষতা ও কৌশল। আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলে পরিচিত হেনরি ফেওয়েল (ঐবহৎর ঋধুড়ষ)-এর মতে 'ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠিতকরণ, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি'। ব্যবস্থাপনার কয়েকটি প্রকৃতি নিম্নরূপ-

- ✓ ব্যবস্থাপনা হলো কতকগুলো কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।
- ✓ ব্যবস্থাপনা পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হয়।
- ✓ ব্যবস্থাপনা একটি দলগত প্রক্রিয়া।
- ✓ ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সাথে মিল রেখে ব্যবস্থাপনার কাজের ক্ষেত্রেও নুতন নুতন কৌশল গ্রহণ করতে হয়।

- **শিক্ষাপরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও**

পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কোন কার্যক্রম সফল হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলো শিক্ষা পরিকল্পনা। শিক্ষা পরিকল্পনায় শির্থাথীর বয়স, সংখ্যা, সুযোগ-সুবিধা, শ্রেনীকক্ষের আয়তন ও আসন বিন্যাস, পাঠ্যসূচি, শিক্ষা সহায়ক অন্যান্য কর্মসূচি, আয়-ব্যয়ের হিসাব, সহপাঠ কার্যক্রম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেদে শিক্ষা পরিকল্পনায় ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পনার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা হতে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

রবার্ট এ. ডাল এর মতে, "Planning is more and more regarded as equivalent to rational social action, that is as a social process for reaching a rational decision".

আলবার্ট ওয়াটার স্টোন পরিকল্পনার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো,

"It represents the rational application of human knowledge to the process of reaching decisions a which are to serve as the basis of human action".

সাবেক সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ সি. এইচ. তুরেস্কি পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, "By planning we mean the fullest and most rational utilization of all work and of all the material resources of the community, in the light of a scientific forecast of the trends of economic development and with strict observance of the laws of social development".

- **শিক্ষাপরিকল্পনার দুটি উদ্দেশ্য লেখ।**

শিক্ষা পরিকল্পনা একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও সচল প্রক্রিয়া। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। তবে ঐতিহাসিক ডোনা এইচ. কারের (Donna H. Kerr) মতে, শিক্ষার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য সব সময় একই রকমের হবে বা পূর্বধারা অব্যাহত থাকবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের চারিত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। সাধারণত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্যও উদ্দেশ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তির চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খাতে প্রাধান্য দিয়ে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়। আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যেশিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। তবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার কারণে ঐ সব দেশে গতিশীল শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। আবার শিক্ষার বিনিয়োগ তাৎক্ষনিক দৃষ্টিগোচর হয় না বলে শিক্ষার তাৎপর্যকে অনেক সময় যথার্থরূপে মূল্যায়ন করা হয় না। সর্বোপরি শিক্ষা পরিকল্পনার কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় যা প্রয়োগ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এই সময়টি হলো কোন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা সমাপাপ্তে কর্মে নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত। শিক্ষা পরিকল্পনায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপগুলো (Aspects) সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ না ও হতে পারে। জাতীয় উদ্দেশ্যে সাধনে কোন কোন পর্যায়ে স্পল্পমেয়াদী ও

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে একীভূত করা হয়। আবার জাতীয় প্রয়োজনে অন্তবর্তকালীন পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

- **সংগঠন কাকে বলে?**

একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সৃষ্টি, তাদের কার্যাবলি সনাক্ত করে এগুলোর শ্রেণীবদ্ধকরণ, প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন, তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয়সাধনকে সংগঠন বলে। একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে আরম্ভ করে সর্বনিম্ন স্তরের কর্মী পর্যন্ত প্রত্যেকের কাজ ও দায়িত্ব কি হবে, এদের ভেতরকার সম্পর্ক কতটুকু, দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে, কার কি পদ বা পদমর্যাদা হবে তা সবকিছুই নির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ সংগঠন হচ্ছে (১) প্রয়োজনীয় কাজ চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণীবিভাগ করা, (২) কাজকে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাগে ভাগ করা, (৩) প্রত্যেকটি ভাগকে একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে তত্ত্বাবধান করার মত কর্তৃত্ব সহযোগে অর্পন করা ও (৪) সংগঠন কাঠামোর মধ্যে সমান্তরাল ও খাড়াখাড়ি ভাবে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা। ঙৎমধহবুরহম শব্দটি "Organizm" থেকে এসেছে। এর অন্তনিহিত অর্থ হচ্ছে কতগুলো পৃথক অংশকে এমনভাবে সমন্বিত করা যার কারণে প্রত্যেকটি অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে কোন কিছুর সৃষ্টি হয়।

সাধারণভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার একটি প্রণালীকে সংগঠন বলা হয়। তাই বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী চিহ্নিতকরণ, কার্যাবলী শ্রেণীবদ্ধকরণ উপকরণসমূহ একত্রীকরণ, শ্রেণীবদ্ধ প্রত্যেক কাজের বা বিভাগের জন্য দায়িত্ব ও কর্তৃব্য নির্ধারণ ও প্রত্যেক বিভাগীয় ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের পক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা সংগঠন বলে।

অইরিখ ও কুঞ্জ এর মতে, “সংগঠিতকরণ হলো উদ্দেশ্যার্জনের জন্য কার্যাবলিকে বিভাগীয়করণ, প্রত্যেক বিভাগকে একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যস্ত করা, তাকে বিভাগীয় কাজ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সমান্তরালও খাড়াখাড়িভাবে সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করা” (Organizing is the grouping of activities necessary to attain objectives, the assignment of each grouping to a manager with authority necessary to supervise it, and the provision for coordination horizontally and vertically in the enterprise structure)

- **বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপরিসেবার দুটি উদ্দেশ্য লেখ।**

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপরিসেবারসেবার প্রধান লক্ষ্য হলো-

- ✓ শিক্ষার্থীদের সুস্থতা বজায় রাখা
- ✓ রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা গড়ে তোলা।
- ✓ যথাসময়ে রোগ নির্ণয় করা। রোগ হলে এর যথাযথ চিকিৎসা ও চিকিৎসা-পরবর্তী পর্যবেক্ষণগ্রহন করা।
- ✓ স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা গড়ে তোলা।
- ✓ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা।

- **স্কুল প্ল্যান্টের কয়েকটি উপাদানের নাম লেখ।**

স্কুল প্ল্যান্ট যে উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত সেগুলি হল- বিদ্যালয় গৃহ, খেলার মাঠ, আসবাসপত্র, শ্রেনীকক্ষ, লাইব্রেরী, ছাত্রাবাস, স্কুলের অফিসকক্ষ ইত্যাদি।

- **গ্রন্থাগার কাকে বলে?**

গ্রন্থাগারের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Library' l Library শব্দের উৎপত্তি হয়েছে মূলত ল্যাটিন শব্দ 'Liber' থেকে। Liber শব্দটি থেকে এসেছে Librarium শব্দটি, যার অর্থ 'বই রাখার স্থান'এর থেকে উদ্ভূত হয়েছে ফরাসি শব্দ librairie, যা অর্থ 'বইয়ের সংগ্রহ', গ্রন্থাগার বলতে সাধারনত যেখানে তথ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়, সংরক্ষণ করা হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত পাঠককে প্রদান করা হয় তাকেই বোঝায়। তাই বলা যায়, গ্রন্থাগার একটি জীবন্ত উপকরণ, যা অতীতের সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করে রাখে বর্তমান প্রজন্মের ব্যবহার করার জন্য। ইহা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা অতীত এবং বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে এবং তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যা তথ্য সমূহের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। ইউনিস্কো-এরমতে,মুদ্রিত বই, সাময়িকী অথবা অন্য যে কোন চিত্রসমৃদ্ধ বা শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর একটি সংগঠিত সংগ্রহ হল গ্রন্থাগার। যেখানে পাঠকের তথ্য, গবেষণা, শিক্ষা অথবা বিনোদন চাহিদা মেটানোর কাজে সহায়তা করা হয়। J. H. Shera এর মতে, "The library is an organization, a system designed to preserve and facilitate the use of graphic records." C. C, Aguolu & I. E. Aguolu এর মতে, "গ্রন্হাগার হচ্ছে মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেরে নথিপত্রের সমষ্টি যেটি নানা ফরম্যাট ও ভাষায় সংগঠন ও ব্যাখ্যা করা হয়। গ্রন্থাগার মানুষের জ্ঞান, বিনোদন ও নান্দনিক উপভোগের নানা চাহিদা পূরণ করে।" সেনগুপ্ত ও চক্রবর্তী-এর মতে, "গ্রন্থাগার হলো এমন একটি সংগঠন যেখানে বই, পত্র পত্রিকাও সমজাতীয় উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয়।"

- **শিক্ষাব্যবস্হাপনা কি?**

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা সংশিস্নষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইত্যাদি মানবীয় উপাদান এবং বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদ কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রণীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি প্রক্রিয়া। আন্তর্জান্তিক এনসাইক্লোপেডিয়া অব হায়ার এডুকেশন ব্যবস্থাপনার যে সংজ্ঞা প্রকাশ করেছে তা হল, "স্বল্পতম সম্পদের সাহায্যে সর্বোত্তম ফলাফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংগঠনের সামর্থকে কর্মে উদ্দীপ্ত ও সুসমন্বিত করাকে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বলে।"

Management may be defined the process of activating and integrating the capacities of an enterprise to attain optimum results with a minimum expenditure of resources.

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হল শিক্ষা কর্মকান্ডে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাপ্ত বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদ কার্যকর প্রণালীতে ব্যবহার করে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অর্জন নিশ্চিত করা। সহজ ভাষায় বলা যায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শিক্ষার

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্ত্মবায়নের জন্য যে কৌশল অবলম্বিত হয় তাকেই শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বলা যায়। শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যবহার করে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করাকে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বুঝায়।

- **প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্ক কি?**

যে কোন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন না কোন দিক দিয়ে একটি নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক অতি সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হল:

১. ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদনের নীতি প্রণয়ন করে আর প্রশাসন প্রণীত নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

২. ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা, সমন্বয় সাধন, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ এসব নির্বাহী কাজ অন্ত্মর্ভুক্ত থাকে। আর প্রশাসন ব্যবস্থাপনার কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও বস্তুগত সম্পদের যোগান প্রদানের সকল কাজ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. অলিভার শেলডন বলেন, 'কোন কার্যের উদ্দেশ্য, নীতি, সংজ্ঞা, নির্দেশনা ইত্যাদি নির্ধারণ সম্বন্ধীয় কার্যক্রম হল প্রশাসন এবং উপরে বর্ণিত কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের কার্যাবলি হল ব্যবস্থাপনা'।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে প্রশাসন উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নীতি এবং নীতি কার্যে রূপদানের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করে থাকে এবং প্রণীত নীতি, কার্যপরিকল্পনা অনুসারে বাস্ত্মবায়ন করা হল ব্যবস্থাপনা। অতএব আমরা জানলাম ও বুঝলাম প্রশাসনের পরিধি ও কাজ ব্যবস্থাপনার উপরে। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক বিষয়ে বলা যায় সংগঠন হল হাত, ব্যবস্থাপনা চক্ষু এবং প্রশাসন হল মস্তিস্ক।